তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

শিশুশ্রমে জড়িতদের ৭৯% প্রাথমিকেই ঝরে যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিশুশ্রমে জড়িতদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ শিশুই প্রাথমিকের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যায়। কর্মক্ষেত্রে মারধরের শিকার হয় ৫৭ শতাংশ শিশু শ্রমিক। আর শিশু গৃহকর্মীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ মানসিক নির্যাতনের এবং ৭ শতাংশ ধর্ষণের শিকার হয়। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির উদ্যোগে দ্য নিয়েলসেন কম্পানির পরিচালিত গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। দেশের তিনটি সিটি করপোরেশন এলাকায় এ গবেষণা চালানো হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ৬০০ শিশু শ্রমিকের ওপর এ গবেষণা চালানো হয়। গতকাল রবিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়।

দ্য নিয়েলসেন কম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনাম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী।

গবেষণা প্রতিবেদন

কর্মক্ষেত্রে মারধরের শিকার হয় ৫৭ শতাংশ শিশু

শিশু গৃহকর্মীদের ৬৬ শতাংশ মানসিক নির্যাতন, ৭ শতাংশ ধর্ষণের শিকার

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির মহাসচিব মিজানুর রহমান খান লিটন ও নির্বাহী পরিচালক আ ফ ম মতিউর রহমান। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির অনারারি সভাপতি মাসুদ উর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মেহের আফরোজ চুমকী বলেন, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রেখে কোনো দেশ মধ্যম আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। শিশু শ্রমিকদের নির্যাতন করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন করতে আগামী বছর থেকে সব শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের পেছনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের '১০৯২১' নম্বরটি সংযুক্ত করা হবে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা যেকোনো টেলিফোন বা মোবাইল ফোন থেকে এ নম্বরে যোগাযোগ করে সহায়তা নিতে পারবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গবেষণায় অংশ নেওয়া শিশুদের মধ্যে ৫২ শতাংশের বয়স ছিল ১৫-১৮ বছর। ৪৪ শতাংশ শিশু ছিল ১০-১৪ বছরের এবং ৪ শতাংশ শিশুর বয়স ছিল ৫-৯ বছর।

গবেষণা ফলে জানানো হয়, শতকরা ৮০ ভাগ শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের ওভারটাইমের সুযোগ নেই। ২২ শতাংশ শিশু শ্রমিক বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ৩৫ শতাংশ শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের খাবার কিংবা সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই।